রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ২৭, ২০০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ই শ্রাবণ ১৪১১/২৬শে জুলাই ২০০৪

এস, আর, ও নং ২৩৪/২০০৪।—এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১নং আইন) এর ধারা ৫১ তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

বিধিমালা

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই বিধিমালা এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "আইন" অর্থ এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১নং আইন);

(খ) "এসিড" অর্থ আইনের ধারা ২(খ) তে সংজ্ঞায়িত এসিড;

(গ) "ছাড়পত্র" অর্থ বিধি ৭ এর অধীন প্রদেয় ছাড়পত্র;

(ঘ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(ঙ) "লাইসেন্স" অর্থ এই বিধিমালার অধীন প্রদেয় কোন লাইসেন্স;

(চ) "লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (ট) তে সংজ্ঞায়িত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ;

(ছ) "লাইসেন্সধারী" অর্থ লাইসেন্স গ্রহণকারী কোন ব্যক্তি।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

দ্বিতীয় অধ্যায়
সাধারণ বিধানাবলী

৩। **লাইসেন্স গ্রহণ।**—এসিড আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার করিতে হইলে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। **লাইসেন্সের জন্য আবেদন।**—(১) লাইসেন্স পাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি, এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট নিম্নোক্ত ফরমে আবেদন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) এসিড আমদানির লাইসেন্সের জন্য তফসিল ১ এর 'ক' ফরমে;

(খ) এসিড উৎপাদনের লাইসেন্সের জন্য তফসিল ১ এর 'গ' ফরমে;

(গ) এসিড পরিবহনের লাইসেন্সের জন্য তফসিল ১ এর 'ঙ' ফরমে;

(ঘ) এসিড বিক্রয়ের লাইসেন্সের জন্য তফসিল ১ এর 'ছ' ফরমে;

(ঙ) এসিড ব্যবহারের লাইসেন্সের জন্য তফসিল ১ এর 'ঝ' ফরমে;

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন বিবেচনার সুবিধার্থে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র সরবরাহের নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনবোধে বিষয়টি তদন্ত করিয়া দেখিতে পারিবেন।

৫। **লাইসেন্স ফিস।**—লাইসেন্সের আবেদনপত্রের সহিত নিম্নের টেবিলে উল্লিখিত লাইসেন্স ফিস লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের অনুকূলে, যে কোন তফসিলী ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত, ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে।

টেবিল

নং	লাইসেন্সের উদ্দেশ্য	লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	লাইসেন্স ফি (টাকায়)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	এসিড আমদানি	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১,০০,০০০ (এক লক্ষ)
২।	এসিড উৎপাদন	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)
৩।	এসিড বিক্রয়	সংশ্লিষ্ট জেলার ডেপুটি কমিশনার	৫,০০০ (পাঁচ হাজার)
৪।	এসিড ব্যবহার	সংশ্লিষ্ট জেলার ডেপুটি কমিশনার	(ক) বাণিজ্যিক ব্যবহার ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) ; (খ) সাধারণ ব্যবহার ১০ লিটার পর্যন্ত— (অ) শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৩,০০০ (তিন হাজার) ; (আ) অন্যান্য ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) ; (গ) সাধারণ ব্যবহার ১০ লিটারের উর্ধ্বে ৭,০০০ (সাত হাজার)।
৫।	এসিড পরিবহণ	সংশ্লিষ্ট জেলার ডেপুটি কমিশনার	১০০ (একশত)।

তৃতীয় অধ্যায়
এসিড আমদানি

৬। **লাইসেন্স ব্যতীত এসিড আমদানি নিষিদ্ধ।**—কোন ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সে কোন প্রকার এসিড আমদানি করিতে পারিবেন না।

৭। **এসিড আমদানির ছাড়পত্র।**—(১) এসিড আমদানির লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্রের সংগে এতদুদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট এসিড আমদানির ছাড়পত্র দাখিল করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Hydrochloric Acid) ও সালফিউরিক এসিড (Sulfuric Acid) আমদানির লাইসেন্সের জন্য উক্ত ছাড়পত্রের সংগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত একটি অনাপত্তিপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(২) এসিড আমদানির ছাড়পত্রের জন্য তফসিল ১ এর 'ট' ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) ছাড়পত্রের আবেদন পত্রে বর্ণিত তথ্যাবলী বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং, প্রয়োজনবোধে, সঠিকতা যাচাইকল্পে বিষয়টি তদন্ত করিতে কিংবা উপযুক্ত কোন রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ বা কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন আবেদনপত্র পরীক্ষা করিবার পর এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তদন্ত করিবার বা পরামর্শ গ্রহণের পর উহার ফলাফল সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তফসিল ১ এর 'ঠ' ফরমে ছাড়পত্র প্রদান করিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
এসিড উৎপাদন

৮। **লাইসেন্স ব্যতীত এসিড উৎপাদন নিষিদ্ধ।**—কোন ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সে কোন প্রকার এসিড উৎপাদন করিতে পারিবেন না।

৯। **প্রত্যায়নপত্র।**—(১) এসিড উৎপাদনের লাইসেন্সের আবেদনপত্রের সংগে এতদুদ্দেশ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট এসিডের সামগ্রিক চাহিদা নিরূপণ সংক্রান্ত একটি প্রত্যায়নপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রত্যায়নপত্রের জন্য আবেদন করা হইলে শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট এসিডের সামগ্রিক চাহিদা নিরূপণ সংক্রান্ত বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং, প্রয়োজনবোধে, সঠিকতা যাচাইকল্পে বিষয়টি তদন্ত করিতে কিংবা এতদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত কোন রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ বা কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিতে পারিবে।

(৩) প্রত্যায়নপত্রের জন্য আবেদন করা হইলে শিল্প মন্ত্রণালয় উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে আবেদনকারীকে একটি প্রত্যায়নপত্র প্রদান করিবে।

১০। **এসিড উৎপাদন।**—(১) সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ফার্মাকপিয়া বা আন্তর্জাতিক ফর্মূলা লংঘন করিয়া কোন এসিড উৎপাদন করা যাইবে না।

(২) এসিড উৎপাদনের পূর্বে এসিড উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত উপাদান ও কাঁচামাল শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষা করাইয়া লইতে হইবে এবং উক্ত পরীক্ষার ফলাফল উৎপাদনকারীকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১১। **উৎপাদিত এসিড পরীক্ষা।**—(১) উৎপাদিত এসিড বিক্রয় বা সরবরাহ করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট এসিড মানসম্পন্ন কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট এসিডের নমুনা শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট এসিড মানসম্পন্ন মর্মে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদান না করা পর্যন্ত উহা বিক্রয় বা সরবরাহ করা যাইবে না।

(২) শিল্প মন্ত্রণালয় এই লাইসেন্সের অধীন উৎপাদিত এসিড যে কোন সময় স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পরীক্ষা করিতে পরিবে এবং উৎপাদিত এসিড মানসম্পন্ন না হইলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল করার জন্য লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ প্রেরণ করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
এসিড পরিবহণ

১২। **লাইসেন্স ব্যতীত এসিড পরিবহণ নিষিদ্ধ।**—কোন ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সে কোন প্রকার এসিড পরিবহণ করিতে পারিবেন না।

১৩। **পরিবহণ যানের নকশা, ইত্যাদি দাখিল।**—এসিডপূর্ণ আধার পরিবহণের লাইসেন্সের আবেদনপত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট পরিবহণ যানের নকশা, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ব্লু-বুক ও ইন্সুরেন্স সংক্রান্ত কাগজপত্রের মূল কপির সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করিতে হইবে।

১৪। **পরিবহণ যানে সতর্কতা।**—পরিবহণ যানে এসিডপূর্ণ আধার পরিবহণের সময় নিম্নরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) সংঘর্ষ, উল্টাইয়া যাওয়া বা সম্ভাব্য অন্যবিধ কারণে সৃষ্ট দুর্ঘটনা বা বিচ্যুতির ফলে কোন এসিডপূর্ণ আধার বা উহার কোন অংশ বিনষ্ট না হয়;

(খ) সংশ্লিষ্ট এসিড বা উহার কোন অংশবিশেষ হারানো বা খোয়া না যায়।

১৫। **এসিড পরিবহণকালে পরিবহণকারীর দায়বদ্ধতা।**—(১) এসিড পরিবহণকালে, দৈব দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন এসিড বিনষ্ট হইলে বা খোয়া গেলে তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট পরিবহণকারী এসিড অপব্যবহারকারী হিসাবে দায়ী হইবেন।

(২) এসিডপূর্ণ আধার পরিবহণের সময় এসিড পরিবহণের লাইসেন্সের মূল কপির সত্যায়িত অনুলিপি সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা আইনের অধীন সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার চাহিদা অনুযায়ী উক্ত অনুলিপি দেখাইতে বাধ্য থাকিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
এসিড বিক্রয়

১৬। **লাইসেন্স ব্যতীত এসিড বিক্রয় নিষিদ্ধ।**—কোন ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সে কোন প্রকার এসিড বিক্রয় করিতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এসিড আমদানিকারক এবং এসিড উৎপাদকের আমদানিকৃত ও উৎপাদিত এসিড বিক্রয়ের জন্য পৃথক লাইসেন্স গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।

১৭। **লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট এসিড বিক্রয় নিষিদ্ধ।**—লাইসেন্স প্রাপ্ত নয় এমন কোন ব্যক্তির নিকট কোন প্রকার এসিড বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাইবে না।

সপ্তম অধ্যায়

এসিড ব্যবহার

১৮। **লাইসেন্স ব্যতীত এসিড ব্যবহার নিষিদ্ধ।**—কোন ব্যক্তি বিনা লাইসেন্সে কোন প্রকার এসিড ব্যবহার করিতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষণা কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সের অধীনে গবেষণার কাজে এসিড ব্যবহার করিতে পারিবেন এবং উক্ত গবেষণা কাজে এসিড ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে পৃথক লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে না।

অষ্টম অধ্যায়

এসিড মজুদ

১৯। **এসিড মজুদের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ।**—এই বিধিমালার অধীনে এসিড আমদানি, উৎপাদন, বিক্রয় এবং ব্যবহারের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কোন প্রকার এসিড মজুদ করিতে পারিবেন না।

২০। **এসিড মজুদের জন্য ব্যবহৃত গুদামঘর, স্টোর ইত্যাদি।**—(১) এসিড আমদানি, উৎপাদন, বিক্রয় এবং ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স পাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে লাইসেন্স গ্রহণের জন্য দাখিলী আবেদনপত্রে মজুদতব্য এসিডের গুদামঘর বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, স্টোরের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত গুদামঘর বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, স্টোর ব্যতীত অন্য কোথাও সংশ্লিষ্ট এসিড মজুদ করা যাইবে না।

২১। **মজুদাগারে সতর্কতা।**—মজুদাগারে এসিডপূর্ণ আধার মজুদের সময় নিম্নরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) এসিডপূর্ণ আধার এমনভাবে সাজাইয়া রাখিতে হইবে যেন উহা সহজে উল্টাইয়া না যায়;

(খ) অপর কোন দাহ্য পদার্থের সংস্পর্শে রাখা না হয়;

(গ) সহজে দহন হয় এইরূপ পদার্থ যেন এসিডপূর্ণ আধারের সংস্পর্শে না আসে;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট এসিড বা উহার কোন অংশবিশেষ হারানো বা খোয়া না যায়।

২২। **এসিড মজুদকারীর দায়বদ্ধতা।**—এসিড মজুদকালে, দৈব দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন এসিড বিনষ্ট হইলে বা খোয়া গেলে তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট মজুদকারী এসিড অপব্যবহারকারী হিসাবে দায়ী হইবেন।

নবম অধ্যায়

লাইসেন্স

২৩। **লাইসেন্স প্রদান।**—(১) বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত দরখাস্ত বিবেচনান্তে উহা অনুমোদনযোগ্য মনে করিলে, বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্র প্রাপ্তির অন্যূন পয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ফরমে লাইসেন্স প্রদান করিবে, যথা ঃ—

(ক) এসিড আমদানির লাইসেন্সের জন্য তফসিল ১ এর 'খ' ফরমে;

(খ) এসিড উৎপাদনের লাইসেন্সের জন্য তফসিল ১ এর 'ঘ' ফরমে;

(গ) এসিড পরিবহণের লাইসেন্সের জন্য তফসিল ১ এর 'চ' ফরমে;

(ঘ) এসিড বিক্রয়ের লাইসেন্সের জন্য তফসিল ১ এর 'জ' ফরমে;

(ঙ) এসিড ব্যবহারের লাইসেন্সের জন্য তফসিল ১ এর 'ঞ' ফরমে।

(২) লাইসেন্স প্রদান করা না হইলে, কারণ উল্লেখপূর্বক, উক্ত সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্তটি আবেদনকারীকে জানাইতে হইবে।

২৪। **সিকিউরিটি বন্ড।**—এসিড আমদানি ও উৎপাদনের লাইসেন্স গ্রহণের পূর্বে আবেদনকারীকে সরকারের বরাবরে তৎকর্তৃক নির্ধারিত টাকার সিকিউরিটি বন্ড প্রদান করিয়া এইমর্মে ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে যে, এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্সধারী ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট এসিড বিক্রয় করিবেন না।

২৫। **লাইসেন্স ইত্যাদির মেয়াদ।**—(১) বিধি ২৩ এর অধীন প্রদেয় সকল লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে ১ (এক) অর্থ-বৎসর ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারীর আবেদনক্রমে কোন অর্থ-বৎসরের যে কোন ভগ্নাংশের জন্যও লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে;

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কোন অর্থ-বৎসরের যে কোন ভগ্নাংশের জন্য কোন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে লাইসেন্স ফি, ক্ষেত্রমত, সিকিউরিটি বন্ডের পরিমাণে কোনহ্রাস বা বৃদ্ধি হইবে না।

ব্যাখ্যা ঃ—এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অর্থ-বৎসর বলিতে কোন খ্রিস্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখ হইতে পরবর্তী খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জুন পর্যন্ত সময়কে বুঝাইবে।

২৬। **লাইসেন্স নবায়ন।**—(১) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কোন লাইসেন্স এক অর্থ-বৎসরের জন্য নবায়ন করিতে পারিবেন।

(২) লাইসেন্স নবায়নের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের মেয়াদ যে তারিখে শেষ হয় সেই তারিখের অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের বরাবরে নিম্নবর্ণিত কাগজাদিসহ আবেদন করিতে হইবে, যথা ঃ—

(ক) লাইসেন্সের মূল কপির সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র জমাদানের সময় যেই সকল কাগজপত্র জমা দেওয়া প্রয়োজন হয় সেইসকল কাগজপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি;

(গ) উপ-বিধি (৩) অনুসারে নবায়ন ফিস প্রদানের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার।

(৩) প্রতি অর্থ-বৎসরের জন্য লাইসেন্স নবায়ন করিতে মূল লাইসেন্স ফি এর ৫% ফিস প্রদেয় হইবে।

(৪) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সময়ের পরে লাইসেন্স নবায়নের আবেদন দাখিল করা হইলে দ্বিগুণ নবায়ন ফিস প্রদান করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (২) অনুসারে লাইসেন্স নবায়নের আবেদনপত্র দাখিল করা হইলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে লাইসেন্সটি নবায়ন করিয়া দিবেন।

(৬) লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার পর লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করা হইলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স নবায়ন করা হইবে না।

(৭) লাইসেন্স নবায়নের জন্য আবেদন করা হইলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স নবায়িত না হওয়া পর্যন্ত অথবা নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে মর্মে আবেদনকারীকে অবহিত না করা পর্যন্ত লাইসেন্সটি বহাল আছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স নবায়নের আবেদন সম্পর্কে, উহা প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং নবায়ন প্রত্যাখ্যান করিলে উক্ত সিদ্ধান্ত ও উহার কারণ সম্পর্কে উক্ত সময়ের মধ্যে, আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

২৭। **লাইসেন্স মঞ্জুর, ইত্যাদির আবেদন প্রত্যাখ্যান।**—লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্স মঞ্জুর, বা নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং আবেদনকারীকে লিখিতভাবে উক্ত কারণ ও সিদ্ধান্ত অবহিত করিতে হইবে।

২৮। **লাইসেন্স বাতিল ইত্যাদি।**—(১) কোন লাইসেন্সধারী আইন বা এই বিধিমালার কোন বিধান বা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভংগ করিলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।

(২) কোন লাইসেন্স বাতিল করার পূর্বে উক্ত লাইসেন্স কেন বাতিল করা হইবে না তাহার কারণ দর্শানোর জন্য লাইসেন্সধারীকে অন্ততঃ ১০ (দশ) দিনের একটি লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত নোটিশে প্রস্তাবিত বাতিলকরণের কারণও উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আইন বা এই বিধিমালার বিধান বা লাইসেন্সের কোন শর্ত ভংগ হওয়ার ফলে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়াছে বা হইতে পারে তাহা হইলে উপ-বিধি (২) এর অধীন কারণ দর্শানোর নোটিশ জারীর পূর্বে বা বিষয়টি নিষ্পন্নাধীন থাকাকালেও উক্ত লাইসেন্স সাময়িকভাবে বাতিলের আদেশ দেওয়া যাইবে, তবে এইরূপ আদেশ ৬০ (ষাট) দিনের অধিক বহাল থাকিবে না।

(৪) উপ-বিধি (২) এর অধীনে প্রদত্ত নোটিসের প্রেক্ষিতে লাইসেন্সধারী কোন বক্তব্য পেশ করিলে উহা বিবেচনান্তে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স বাতিল করিতে বা সাময়িক বাতিলের আদেশ, যদি থাকে, প্রত্যাহার করিতে বা উক্ত লংঘন সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য লাইসেন্সধারীকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন কোন লাইসেন্স বাতিল করা হইলে, উক্ত বাতিলকরণ আদেশে, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, বাতিলকরণের সময় বাতিলকৃত লাইসেন্সের অধীনে রক্ষিত এসিড থাকিলে তৎসম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবে এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবে।

২৯। **পুনর্বিবেচনা, আপীল।**—(১) লাইসেন্স মঞ্জুর বা নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যানের আদেশ, অথবা লাইসেন্স সাময়িক বাতিল বা বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট, ক্ষেত্রমত, আপীল বা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত লাইসেন্স মঞ্জুর বা নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যানের আদেশ, অথবা লাইসেন্স সাময়িক বাতিল বা বাতিলের আদেশ এসিড আমদানি ও উৎপাদন বিষয়ক হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং আদেশটি এসিড বিক্রয়, পরিবহণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত হইলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত আপীল বা পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৩০। **ডুপ্লিকেট লাইসেন্স।**— (১) লাইসেন্সধারী ডুপ্লিকেট লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিলে বা কোন লাইসেন্স হারাইয়া গেলে বা উহা কোন ভাবে বিনষ্ট হইলে মূল লাইসেন্স ফি এর ২% ফিসহ দরখাস্ত করিলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ডুপ্লিকেট লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(২) সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র জমাদানের সময় যেই সকল কাগজপত্র জমা দেওয়া প্রয়োজন হয় সেই সকল কাগজপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি।

৩১। **লাইসেন্স হস্তান্তর ও স্থানান্তরে বিধিনিষেধ।**— এই বিধিমালার অধীন প্রদেয় কোন লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য হইবে না এবং লাইসেন্সে বর্ণিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে উক্ত লাইসেন্স বলে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না।

দশম অধ্যায়

বিবিধ

৩২। **হিসাব সংরক্ষণ।**— (১) এই বিধিমালার অধীন প্রদেয় লাইসেন্স বলে আমদানীকৃত, উৎপাদিত, বিক্রয়কৃত এবং ব্যবহৃত সকল এসিডের যথাযথ হিসাব যথাক্রমে তফসিল ২ এর নির্ধারিত ফরমে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক প্রকারের এসিডের জন্য পৃথক পৃথক পৃষ্ঠা ব্যবহার করিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক মাসের শেষে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাহার আওতাধীন এসিডের হিসাবের যোগফল ও সমাপ্তির জের পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং হিসাবের নির্ভুলতা সম্পর্কে সত্যায়ন করিয়া স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(৪) প্রতি তিন মাস পর পর লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট এসিডের হিসাবের বিস্তারিত বিবরণী প্রেরণ করিতে হইবে।

৩৩। **বিপদজনক পদার্থের ঘোষণা।**—প্রত্যেকটি এসিডপূর্ণ আধার বা পাত্রের গায়ে "এসিড-বিপদজনক দাহ্য পদার্থ" কথাটি বাংলা হরফে স্পষ্ট করিয়া লিখা থাকিতে হইবে।

৩৪। লাইসেন্সের মেয়াদ শেষে অবশিষ্ট কিংবা বিক্রয়ের অযোগ্য এসিডের বিলিবন্দেজ।—(১) এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোন লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হইবার পর উক্ত লাইসেন্সের আওতাধীন অবশিষ্ট সমুদয় এসিড, সরকার মনোনীত কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে, চলতি পাইকারী বাজার দরে অন্য কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিতে হইবে।

(২) বাজেয়াপ্তকৃত কোন এসিড রাসায়নিক পরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবহারযোগ্য হইলে উহা এই বিধিমালার অধীন সরকার মনোনীত কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে, চলতি পাইকারী বাজার দরে অন্য কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করিতে হইবে।

(৩) রাসায়নিক পরীক্ষক কর্তৃক ব্যবহারের অযোগ্য ঘোষিত কোন এসিড মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বাজেয়াপ্ত ও ধ্বংস করিতে হইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে একটি বিবরণী প্রস্তুত করিয়া উহাতে উক্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন বাজেয়াপ্ত ঘোষিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত এসিডের হিসাব উক্ত এসিড ধ্বংসের সর্বোচ্চ এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

তফসিল-১

(ফরমসমূহ)

'ক' ফরম

[বিধি ৪(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

এসিড আমদানির লাইসেন্সের আবেদন পত্র

১।	(ক) আবেদনকারীর নাম	ঃ
	(খ) পিতা/স্বামীর নাম	ঃ
	(গ) মাতার নাম	ঃ
	(ঘ) স্থায়ী ঠিকানা	ঃ
	(ঙ) বর্তমান ঠিকানা	ঃ
	(চ) টেলিফোন (যদি থাকে)	ঃ
২।	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর	ঃ
৩।	জাতীয়তা	ঃ
৪।	পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে)	ঃ
৫।	(ক) আমদানি ছাড়পত্র নম্বর	ঃ
	(খ) আমদানি ছাড়পত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	ঃ
	(গ) আমদানি ছাড়পত্র প্রদানের স্থান ও তারিখ	ঃ

৬।	(ক) ড্রাগ লাইসেন্স নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ঃ
	(খ) ড্রাগ লাইসেন্সের প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	ঃ
	(গ) ড্রাগ লাইসেন্স প্রদানের তারিখ	ঃ
	(ঘ) ড্রাগ লাইসেন্সের মেয়াদকাল	ঃ
৭।	(ক) ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ও প্রকার	ঃ
	(খ) ট্রেড লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	ঃ
	(গ) ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের স্থান	ঃ
	(ঘ) ট্রেড লাইসেন্সের মেয়াদকাল	ঃ
৮।	(ক) আয়কর পরিচিতি নম্বর (টি আই এন)	ঃ
	(খ) সার্কেল	ঃ
	(গ) জোন	ঃ
	(ঘ) বিগত ২(দুই) বৎসরে আয়কর প্রদানের পরিমাণ (আয়কর সনদের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করিতে হইবে)	ঃ
৯।	(ক) গুদাম ঘরের ঠিকানা	ঃ
	(খ) গুদাম ঘরের বর্ণনা (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, কাঁচা/পাকা ইত্যাদি)	ঃ
	(গ) গুদাম ঘরের ধারণ ক্ষমতা	ঃ
১০।	চাহিদার যৌক্তিকতা সহ কি কি এসিড আমদানি করিতে চান, উহাদের বৈজ্ঞানিক নাম,বাণিজ্যিক নাম,রেসিপি (ফর্মুলা) ও পরিমাণসহ বিস্তারিত বিবরণ (প্রয়োজনে স্বাক্ষর ও সীল সম্বলিত পৃথক সীট সংযোজন করা যাইবে)	ঃ
১১।	কত টাকা মূল্যের এসিড আমদানি করিতে চান (প্রত্যেক এসিডের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে দেখাইতে হইবে)	ঃ
১২।	আমদানির ক্ষেত্রে এলসি, ব্যাংক লোন ইত্যাদির বিবরণ	ঃ

১৩। (ক) আমদানির উদ্দেশ্য ঃ

(খ) আমদানির রুট ঃ

(গ) প্রবেশ পথ-সমুদ্র/বিমান/স্থল বন্দর ঃ

(ঘ) আমদানির সম্ভাব্য সময়কাল ঃ

১৪। ইতোপূর্বে আমদানিকৃত এসিডের পরিমাণ, বিক্রয়/ব্যবহার/বরাদ্দ সম্পর্কে তথ্য (প্রত্যেক এসিডের জন্য পৃথকভাবে বিক্রয় সংক্রান্ত রেজিস্ট্রার এর ছায়ালিপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ

১৫। ইতোপূর্বে কোন এসিড আমদানির লাইসেন্স পাইয়া থাকিলে তাহার নম্বর ও তারিখ ঃ

১৬। (ক) ইতোপূর্বে প্রাপ্ত লাইসেন্স বাতিল হইয়াছে কিনা ঃ

(খ) লাইসেন্স বাতিলের কারণ ঃ

১৭। আমদানি কাজে সহায়তাকারী ইনডেন্টর/এজেন্টের নাম ও ঠিকানা ঃ

১৮। (ক) এসিড নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় কোন মামলায় শাস্তি ভোগ করিয়াছেন কিনা ঃ

(খ) শাস্তি ভোগ করিলে মামলার নম্বর ও ধারা ঃ

(গ) দন্ডাদেশ প্রদানের তারিখ ঃ

(ঘ) দন্ড ভোগ সমাপ্তির তারিখ ঃ

১৯। আবেদনের স্বপক্ষে অন্যান্য তথ্যদি (যদি থাকে) ঃ

তারিখ ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সীলমোহর

(আবেদনপত্রে পরিবেশিত তথ্যাবলির সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উপযুক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে)

'খ' ফরম

[বিধি ২৩(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

এসিড আমদানির লাইসেন্স

এতদ্দ্বারা এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১নং আইন) এবং তদধীন প্রণীত এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৪ এর বিধানাবলী এবং এই লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে এসিড আমদানির জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১ জুলাই ..... খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১। লাইসেন্স নম্বর ঃ তারিখ ঃ

২। লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

৩। প্রতিষ্ঠানের মালিকের নাম ঃ

৪। ঠিকানা—

(ক) অফিস ঃ

(খ) ব্যবসা স্থান ঃ

৫। (ক) আমদানি ছাড়পত্র নং ঃ

(খ) প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ঃ

৬। (ক) ড্রাগ লাইসেন্স নম্বর (প্রযোজ ক্ষেত্রে) ঃ

(খ) প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ঃ

৭। আমদানির জন্য নির্বাচিত এসিডের বিস্তারিত বিবরণ ও পরিমাণ ঃ

৮। আমদানিতব্য এসিড মজুদের স্থান- ঃ

(ক) গুদামের ঠিকানা ঃ

(খ) বর্ণনা ঃ

(গ) ধারণ ক্ষমতা ঃ

৯। আমদানির উদ্দেশ্য ঃ

শর্তাবলী ঃ

(১) এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(২) এই লাইসেন্সের অধীন আমদানিকৃত এসিডসমূহ এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ (২০০২ সনের ১নং আইন), এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এবং এই লাইসেন্সের শর্তাবলী ব্যতীত অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) এই লাইসেন্সের আওতায় কোন এসিড আমদানি বা বিক্রয় করিতে হইলে এই লাইসেন্সে বর্ণিত শর্তাবলী ছাড়াও সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত নীতিমালা, আমদানি নীতিমালা এবং শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) এই লাইসেন্সে উল্লিখিত স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোথাও এই লাইসেন্সের আওতায় ব্যবসা পরিচালনা এবং আমদানিতব্য এসিড মজুত রাখা যাইবে না।

(৫) দেশের এবং বিদেশের বৈধ প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সংগে উভয় দেশের প্রচলিত আইনের বিধান পালন করতঃ এই লাইসেন্সের আওতায় এসিড আমদানি ও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করিতে হইবে।

(৬) উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ আমদানিতব্য যাবতীয় এসিড সংরক্ষণ ও মজুত করিতে হইবে।

(৭) সরকার মনোনীত কর্মকর্তাকে যে কোন সময় লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গন, তদস্থিত যাবতীয় স্থাপনা, মজুত এসিড, রেজিস্টারসমূহ, হিসাব-পত্র, ইত্যাদি পরিদর্শন ও পরীক্ষায় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিতে হইবে।

(৮) প্রত্যেকবার এসিড আমদানীর পর সরকার/সরকার মনোনীত কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে রিপোর্ট করিতে হইবে এবং উক্ত কর্মকর্তার ব্যক্তিগত উপস্থিতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কোন এসিডের মোড়ক খোলা বা উহা হইতে কোন কিছু অপসারণ করা যাইবে না।

(৯) লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারও নিকট আমদানিকৃত এসিড বিক্রয় বা উহা কোনরূপ হস্তান্তর করা যাইবে না।

(১০) লাইসেন্সধারীকে, নির্ধারিত ফরমে আমদানিকৃত সকল এসিডের হিসাব নিয়মিত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১১) লাইসেন্স গ্রহণকালে পরিবেশিত কোন তথ্য পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হইলে, কিংবা এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১নং আইন), এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এবং এই লাইসেন্সের শর্তাবলী অমান্য করা হইলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত লাইসেন্স বাতিল, প্রত্যাহার বা সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবে।

(১২) শর্ত ১১ এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে উহার বিরুদ্ধে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ এর অধীন, ক্ষেত্রমত, আপীল বা পুনর্বিবেচনার আবেদন ব্যতীত অন্য কোন আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যাইবে না।

কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

'গ ফরম'

[বিধি ৪(১)(খ) দ্রষ্টব্য]

এসিড উৎপাদনের লাইসেন্সের আবেদন পত্র ঃ

১।	আবেদনকারীর নাম	ঃ
২।	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর	ঃ
৩।	(ক) প্রতিষ্ঠানের মালিকের নাম	ঃ
	(খ) পিতা/স্বামীর নাম	ঃ
	(গ) স্থায়ী ঠিকানা	ঃ
	(ঘ) বর্তমান ঠিকানা	ঃ
	(ঙ) টেলিফোন (যদি থাকে)	ঃ
৪।	ব্যবসা স্থানের ঠিকানা	ঃ
৫।	কারখানার ঠিকানা	ঃ
৬।	(ক) ট্রেড লাইসেন্স নং	ঃ
	(খ) প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	ঃ
	(গ) প্রদানের স্থান	ঃ
	(ঘ) মেয়াদকাল	ঃ
৭।	(ক) আয়কর পরিচিতি নম্বর (টিআইএন)	ঃ
	(খ) সার্কেল	ঃ
	(গ) জোন	ঃ
	(ঘ) বিগত ২(দুই) বৎসর আয়কর প্রদানের পরিমাণ	ঃ
৮।	সে সকল এসিড উৎপাদিত হইবে তাহাদের নাম, বাণিজ্যিক নাম রেসিপি (ফরমুলা) সহ বিস্তারিত বিবরণ(প্রয়োজনে স্বাক্ষর ও সীল মোহরযুক্ত পৃথক সীটে সংযোজন করা যাইবে)	ঃ
৯।	(ক) কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা (মেট্রিক টন) (প্রতিটি এসিডের জন্য পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করিতে হইবে)	ঃ
	(খ) এসিড উৎপাদনের কাঁচামাল উৎপাদনে সক্ষম কিনা (সক্ষম হইলে তালিকা সহ পূর্ণ বিবরণ দিতে হইবে)	ঃ
	(গ) এসিড উৎপাদনের কাঁচামাল/উপকরণ প্রাপ্তির উৎস	ঃ

১০।	কারখানা/ল্যাবরেটরীর নাম, নক্সা, স্থাপনা ও যন্ত্রপাতির পূর্ণ বিবরণ (বিবরণটি স্বাক্ষর ও সীলমোহরযুক্ত কাগজে পৃথকভাবে সংযোজন করা যাইবে)	ঃ
১১।	কারখানা/ল্যাবরেটরীতে নিযুক্ত কেমিষ্ট/ ফার্মাসিষ্টিদের জীবনবৃত্তান্ত, সনদপত্র ও নিয়োগপত্র (স্বাক্ষর ও সীলমোহরযুক্ত কাগজে পৃথকভাবে সংযোজন করা যাইবে)	ঃ
১২।	কেমিষ্ট ও ফার্মাসিষ্ট ব্যতীত অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নামের তালিকা (স্বাক্ষর ও সীলমোহরযুক্ত কাগজে পৃথকভাবে সংযোজন করা যাইবে)	ঃ
১৩।	উৎপাদিত এসিডের মান নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিবরণ	ঃ
১৪।	(ক) উৎপদিত এসিড মজুদের গুদামের ঠিকানা	ঃ
	(খ) গুদামের ধারণক্ষমতা	ঃ
	(গ) কাঁচা/পাকা	ঃ
১৫।	(ক) এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ এর আওতায় কোন মামলায় শাস্তি ভোগ করিয়াছেন কিনা	ঃ
	(খ) শাস্তি ভোগ করিলে মামলার নম্বর ও ধারা	ঃ
	(গ) দন্ডাদেশ প্রদানের তারিখ	ঃ
	(ঘ) দন্ডভোগ সমাপ্তির তারিখ	ঃ
১৬।	ইতোপূর্বে উৎপাদন লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছে কিনা(বাতিল করা হইলে উহার কারণ)	ঃ
১৭।	অন্যান্য তথ্য বা আবেদনকারীর আবেদনের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য সরবরাহ করিতে পারেন	ঃ

তারিখ ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সীলমোহর

(আবেদনপত্রে পরিবেশিত তথ্যাবলি সত্যতার প্রমাণ হিসাবে উপযুক্ত কাগজপত্র সরবরাহ করিতে হইবে)

'ঘ' ফরম

[বিধি ২৩ (১) (খ) দ্রষ্টব্য]

এসিড উৎপাদনের লাইসেন্স

এতদ্দ্বারা এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১নং আইন) এবং তদধীন প্রণীত এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহণ, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৪ এর বিধানবলী এবং এই লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে এসিড উৎপাদনের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১ জুলাই .....খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১। লাইসেন্স নম্বর ঃ তারিখ ঃ

২। লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

৩। প্রতিষ্ঠানের মালিকের নাম ঃ

৪। ঠিকানা

(ক) অফিস ঃ

(খ) কারখানা ঃ

৫। উৎপাদনযোগ্য এসিডসমূহের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

৬। উৎপাদনযোগ্য এসিডের পরিমাণ ঃ

৭। প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কেমিস্ট/ফার্মাসিস্টদের নাম ঃ

৮। গুদাম

(ক) ঠিকানা ঃ

(খ) বর্ণনা ঃ

(গ) ধারণ ক্ষমতা ঃ

শর্তাবলী ঃ

(১) এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(২) এই লাইসেন্সের অধীন উৎপাদিত এসিডসমূহ এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ সনের (২০০২ ১নং আইন), এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুত, পরিবহণ, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এবং এই লাইসেন্সের শর্তাবলী ব্যতীত অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) এই লাইসেন্সে বর্ণিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে এসিড উৎপাদন, মজুত ও বিক্রয় করা যাইবে না।

(৪) এই লাইসেন্সের তালিকাভুক্ত এসিড ব্যতীত অন্য কোন এসিড উৎপাদন, মজুত ও বিক্রয় করা যাইবে না।

(৫) এই লাইসেন্সে বর্ণিত পরিমাণের অতিরিক্ত এসিড উৎপাদন, মজুত ও বিক্রয় করা যাইবে না।

(৬) এসিড উৎপাদনকারীকে সরকারের মনোনীত কর্মকর্তার অনুমোদিত রেসিপি বা ফার্মাকোপিয়া অনুসরণ করিতে হইবে।

(৭) দক্ষ কেমিস্ট/ফার্মাসিস্ট এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ব্যতিত এই লাইসেন্সের আওতাভুক্ত কোন এসিড উৎপাদন করা যাইবে না।

(৮) উৎপাদিত এসিডের রাসায়নিক গুণাগুন, মান ও কার্যকারিতা কোন স্বীকৃত পরীক্ষাগারে পরীক্ষার পরই কেবল সরকার মনোনীত কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে উক্ত এসিড বাজারজাত ও বিক্রয় করা যাইবে।

(৯) উৎপাদনকালে এসিডের মান, গুণাগুন ও কার্যকারিতা রক্ষা করিতে হইবে।

(১০) উৎপাদিত সকল এসিডের মোড়ক ও লেবেলের গায়ে উহার উপাদানসমূহের পরিমাণ সম্পর্কে ঘোষণা থাকিতে হইবে।

(১১) উৎপাদিত এসিডপূর্ণ আধার বা পাত্রের গায়ে "এসিড-বিপদজনক দাহ্য পদার্থ" কথাটি বাংলা হরফে স্পষ্ট করিয়া লিখা থাকিতে হইবে।

(১২) এই লাইসেন্সের আওতায় উৎপাদিত ও মজুতকৃত সকল এসিডের চুরি হওয়া, কিংবা বেহাত হওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(১৩) লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট এই লাইসেন্সের আওতাভুক্ত কোন এসিড বিক্রয় বা উহা কোনরূপ হস্তান্তর করা যাইবে না।

(১৪) সরকার মনোনীত কর্মকর্তাকে যে কোন সময় লাইসেন্সকৃত প্রাঙ্গণ, তদস্থিত যাবতীয় স্থাপনা, মজুত এসিড, রেজিস্টারসমূহ, হিসাব-পত্র, ইত্যাদি পরিদর্শন ও পরীক্ষায় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিতে হইবে।

(১৫) লাইসেন্সধারীকে, নির্ধারিত ফরমে, উৎপাদিত সকল এসিডের হিসাব নিয়মিত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১৬) লাইসেন্স গ্রহণকালে পরিবেশিত কোন তথ্য পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হইলে, কিংবা এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১নং আইন), এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুত, পরিবহণ, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এবং এই লাইসেন্সের শর্তাবলী অমান্য করা হইলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত লাইসেন্স বাতিল, প্রত্যাহার বা সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবেন।

(১৭) শর্ত ১৬ এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে উহার বিরুদ্ধে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ এর অধীন, ক্ষেত্রমত, আপীল বা পুনর্বিবেচনার আবেদন ব্যতীত অন্য কোন আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যাইবে না।

কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

'ঙ' ফরম

[বিধি ৪ (১) (গ) দ্রষ্টব্য

এসিড পরিবহনের লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র।

১। আবেদনকারীর নাম ঃ

২। প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম ও ঠিকানা ঃ

৩। নিয়ন্ত্রণাধীন মন্ত্রণালয়ের নাম
(সরকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থার ক্ষেত্রে ঃ

৪। পরিবহণ যানের বর্ণনা—

(ক) লাইসেন্স নম্বর ঃ

(খ) চেচিস নম্বর ঃ

(গ) ধারণ ক্ষমতা ঃ

৫। পরিবহণের রুট ঃ

৬। ইতোপূর্বে এসিড পরিবহণের জন্য কোন লাইসেন্স ঃ
গ্রহণ করা হইলে উক্ত লাইসেন্স নম্বর ও তারিখ

৭। (ক) এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ এর আওতায় ঃ
কোন মামলায় শাস্তি ভোগ করিয়াছেন কিনা

(খ) শাস্তি ভোগ করিলে মামলার নম্বর ও ধারা ঃ

(গ) দন্ডদেশ প্রদানের তারিখ ঃ

(ঘ) দন্ড ভোগ সমাপ্তির তারিখ ঃ

৮। ইতোপূর্বে উৎপাদন লাইসেন্স বাতিল করা হইয়াছে ঃ
কিনা (হইয়া থাকিলে বাতিলের কারণ সম্পর্কে
বিবরণ)

৯। অন্যান্য তথ্য বা আবেদনকারীর আবেদনের
যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য সরবরাহ করিতে পারেন ঃ

তারিখ ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সীলমোহর

'চ' ফরম

[বিধি ২৩ (১)(গ) দ্রষ্টব্য]

এসিড পরিবহনের জন্য লাইসেন্স

এতদ্দ্বারা এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১নং আইন) এবং তদধীন প্রণীত এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুত, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৪ এর বিধানাবলী এবং এই লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে এসিড পরিবহনের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১ জুলাই ..... খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১। লাইসেন্স নম্বর ঃ তারিখ ঃ

২। লাইসেন্সধারী/লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থার নাম ঃ

৩। লাইসেন্সধারী/লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থার ঠিকানা ঃ

৪। নিয়ন্ত্রণাধীন মন্ত্রণালয়ের নাম (সরকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থার ক্ষেত্রে) ঃ

৫। যে সকল এসিড পরিবহন করা হইবে উহাদের বিস্তারিত বিবরণ ও পরিমাণ (বাণিজ্যিক নাম, বৈজ্ঞানিক নাম ও রেসিপিসহ) ঃ

৬। পরিবহনের রুট ঃ

শর্তাবলী ঃ

(১) এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নহে।

(২) এই লাইসেন্স নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহার করা না হইলে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই লাইসেন্সে উল্লিখিত প্রকৃতির এসিড ব্যতীত অন্য কোন এসিড পরিবহণ করা যাইবে না।

(৪) পরিবহণকালে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা এই লাইসেন্স ও উহার আওতাভুক্ত মালামাল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।

(৫) যে কোন উপযুক্ত কারণে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এই লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।

(৬) লাইসেন্স গ্রহণকলে পরিবেশিত কোন তথ্য পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হইলে, কিংবা এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১ নং আইন), এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এবং এই লাইসেন্সের শর্তাবলী অমান্য করা হইল লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত লাইসেন্স বাতিল প্রত্যাহার বা সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবেন।

(৭) শর্ত ৬ এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে উহার বিরুদ্ধে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ এর অধীন, ক্ষেতমত, আপীল বা পুনর্বিবেচনার আবেদন ব্যতীত অন্য কোন আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যাইবে না।

কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

'ছ' ফরম

[বিধি ৪(১)(ঘ) দ্রষ্টব্য]

এসিড বিক্রয়ের লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র ঃ

১।	(ক)	আবেদনকারীর নাম	ঃ
	(খ)	পিতা/স্বামীর নাম	ঃ
	(গ)	মাতার নাম	ঃ
	(ঘ)	স্থায়ী ঠিকানা	ঃ
	(ঙ)	বর্তমান ঠিকানা	ঃ
	(চ)	টেলিফোন (যদি থাকে)	ঃ
২।	(ক)	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	ঃ
	(খ)	টেলিফোন নম্বর	ঃ
৩।		জাতীয়তা	ঃ
৪।		পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে)	ঃ
৫।	(ক)	ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ও প্রকার	ঃ
	(খ)	ট্রেড লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ	ঃ
	(গ)	ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের স্থান	ঃ
	(ঘ)	ট্রেড লাইসেন্সের মেয়াদকাল	ঃ
৬।	(ক)	আয়কর পরিচিতি নম্বর (টি আই এন)	ঃ
	(খ)	সার্কেল	ঃ
	(গ)	জোন	ঃ
	(ঘ)	বিগত ২(দুই) বৎসরে আয়কর প্রদানের পরিমাণ	ঃ
৭।		কি এসিড বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক তাহার বাণিজ্যিক নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, রেসিপিসহ (ফরমুলা) বিস্তারিত বিবরণ (প্রয়োজনে স্বাক্ষর ও সীলমোহরযুক্ত পৃথক সীটে সংযোজন করা যাইবে)	ঃ
৮।		দোকান ও গুদামের নকশা এবং ভাড়ার চুক্তিপত্র ও রসিদ সংযুক্ত করিতে হইবে। (নিজের হইলে জমির দলিলের অনুলিপি পেশ করিতে হইবে)	ঃ

৯। দোকান/প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নামের তালিকা ঃ
(প্রয়োজনে স্বাক্ষর ও সীলমোহরযুক্ত পৃথক সীটে সংযোজন করা যাইবে)

১০। (ক) বিক্রয়তব্য এসিড মজুদের গুদামের ঠিকানা ঃ

(খ) গুদামের ধারণ ক্ষমতা ঃ

(গ) কাঁচা/পাকা ঃ

১১। দোকান/প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কেমিস্টদের (যদি থাকে) জীবন-বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ ও নিয়োগপত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে। ঃ

১২। দোকান/প্রতিষ্ঠানে এসিড বিক্রয়ের কাজে নিয়োজিত থাকিবে এইরূপ ব্যক্তির নাম, পদবী ও নিয়োগপত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে। ঃ

১৩। (ক) এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ এর অধীন কোন মামলায় শাস্তি ভোগ করিয়াছে কিনা ঃ

(খ) শাস্তি ভোগ করিলে মামলার নম্বর ও ধারা ঃ

(গ) দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ ঃ

(ঘ) দণ্ড ভোগ সমাপ্তির তারিখ ঃ

১৪। ইতোপূর্বে লাইসেন্স বাতিল হইয়াছে কি না ঃ
(বাতিল হইয়া থাকিলে বাতিলের কারণ সম্পর্কে বিবরণ)

১৫। অন্যান্য তথ্য (আবেদনকারীর আবেদনের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য সরবরাহ করতে পারেন) ঃ

তারিখ ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সীলমোহর

(আবেদনপত্রে পরিবেশিত তথ্যাবলীর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে উপযুক্ত কাগজপত্র সরবরাহ করিতে হইবে)

'জ' ফরম

[বিধি ২৩(১)(ঘ) দ্রষ্টব্য]

এসিড বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স

এতদ্দ্বারা এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১নং আইন) এবং তদধীন প্রণীত এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০০৪ এর বিধানাবলী এবং এই লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে এসিড বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১ জুলাই ..... খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১। লাইসেন্স নম্বর ঃ তারিখ ঃ

২। লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

৩। প্রতিষ্ঠানের মালিকের নাম ঃ

৪। ঠিকানা—

(ক) অফিস ঃ

(খ) ব্যবসা স্থান ঃ

৫। (ক) ড্রাগ লাইসেন্স নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

(খ) প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ঃ

৬। বিক্রয়তব্য এসিডসমূহের বিবরণ ঃ

৭। গুদাম ঃ

(ক) ঠিকানা ঃ

(খ) বর্ণনা ঃ

(গ) ধারণ ক্ষমতা ঃ

৮। প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কেমিস্টদের (যদি থাকে) নাম, পদবী ও নিয়োগের তারিখ ঃ

৯। এসিড বিক্রয়ের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির নাম, পদবী ও নিয়োগের তারিখ ঃ

শর্তাবলী ঃ

(১) এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নয়।

(২) লাইসেন্সে বর্ণিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে এসিড মজুত ও বিক্রয় করা যাইবে না।

(৩) লাইসেন্স প্রাপ্ত উৎপাদক কিংবা আমদানিকারক ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে এই লাইসেন্সের অধীন এসিড ক্রয় করা যাইবে না।

(৪) এই লাইসেন্সে বর্ণিত এসিড ব্যতীত অন্য কোন এসিড ক্রয়, মজুত ও বিক্রয় করা যাইবে না।

(৫) এই লাইসেন্সে উল্লিখিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি এসিড বিক্রয়ের কাজে নিয়োজিত থাকিতে পারিবেন না।

(৬) লাইসেন্সে উল্লিখিত কেমিস্ট (যদি থাকে) এবং এসিড বিক্রয়ের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি/ব্যক্তিদের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিলে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(৭) এই লাইসেন্সের অধীন মজুতকৃত এসিড চুরি যাওয়া, বেহাত হওয়া, কিংবা অপব্যবহার হওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৮) এসিড ব্যবহারের লাইসেন্সধারী ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট এই লাইসেন্সের অধীন কোন এসিড বিক্রয় বা হস্তান্তর করা যাইবে না।

(৯) লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে দিনে বা রাত্রে যে কোন সময়ে এই লাইসেন্স এবং উহার আওতাভুক্ত প্রাঙ্গণ, স্থাপনা, মজুত এসিড, রেজিস্টার, হিসাবের খাতাপত্র, ক্যাশমেমো, ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও যাচাই করার কাজে সকল প্রকার সহযোগিতা করিতে হইবে।

(১০) নির্ধারিত ফরমে নিয়মিতভাবে এই লাইসেন্সের আওতাভুক্ত এসিডসমূহের যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১১) এসিড ব্যবহারের জন্য লাইসেন্সধারী ব্যক্তির লাইসেন্সে উল্লিখিত পরিমাণের অধিক এসিড বিক্রয় করা যাইবে না।

(১২) লাইসেন্স গ্রহণকালে পরিবেশিত কোন তথ্য পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হইলে, কিংবা এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১নং আইন), এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহণ, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এবং এই লাইসেন্সের শর্তাবলী অমান্য করা হইলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত লাইসেন্স বাতিল, প্রত্যাহার বা সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবেন।

(১৩) শর্ত ১২ এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে উহার বিরুদ্ধে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ এর অধীন, ক্ষেত্রমত, আপীল বা পুনর্বিবেচনার আবেদন ব্যতীত অন্য কোন আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যাইবে না।

কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

'ঝ' ফরম

[বিধি ৪(১)(ঙ) দ্রষ্টব্য]

এসিড ব্যবহারের লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র

(সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

১। আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

২। নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের নাম ঃ

৩। ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর ঃ

৪। (ক) প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ঃ

(খ) পদবী ঃ

(গ) টেলিফোন নম্বর ঃ

৫। কি এসিড ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক তাহার বাণিজ্যিক নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, ফর্মূলাসহ বিস্তারিত বিবরণ (প্রয়োজনে স্বাক্ষর ও সীলমোহরযুক্ত পৃথক সীটে সংযোজন করা যাইবে) ঃ

৬। এসিড ব্যবহারের উদ্দেশ্য ঃ

৭। সংশ্লিষ্ট গবেষণাগার/সেকশনের নাম ও ঠিকানা ঃ

৮। এসিড ব্যবহারের কাজে নিয়োজিত থাকিবেন এইরূপ ব্যক্তিবর্গের নাম, পদবী এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ (সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ঃ

৯। এসিড ব্যবহারের কাজে নিয়োজিত থাকিবেন এইরূপ ব্যক্তিবর্গের নাম এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যোগদানের তারিখ (ছাত্র ও গবেষকদের ক্ষেত্রে শ্রেণী, রোল নম্বর ও ভর্তির তারিখ উল্লেখ করিতে হইবে) (সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) ঃ

১০। ব্যবহৃতব্য এসিড মজুদের স্টোরের ঠিকানা ঃ

১১। ইতোপূর্বে এসিড ব্যবহারের লাইসেন্স বাতিল হইয়াছে কি-না (হইয়া থাকিলে বাতিলের কারণ সম্পর্কে বিবরণ) ঃ

১২। অন্যান্য তথ্য (আবেদনের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য সরবরাহ করা যাইবে ঃ

তারিখ ঃ

প্রতিষ্ঠান প্রধান/মনোনীত কর্মকর্তার
স্বাক্ষর, নাম, পদবী ও সীলমোহর।

এসিড ব্যবহারের লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র
(বেসরকারী সংস্থা/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য)

১।	(ক) আবেদনকারীর নাম	ঃ
	(খ) পিতা/স্বামীর নাম	ঃ
	(গ) মাতার নাম	ঃ
	(ঘ) স্থায়ী ঠিকানা	ঃ
	(ঙ) বর্তমান ঠিকানা	ঃ
	(চ) টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে)	ঃ
২।	(ক) প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	ঃ
	(খ) টেলিফোন নম্বর	ঃ
৩।	জাতীয়তা	ঃ
৪।	পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে)	ঃ
৫।	(ক) আয়কর পরিচিতি নম্বর (টি আই এন)	ঃ
	(খ) সার্কেল	ঃ
	(গ) জোন	ঃ
	(ঘ) বিগত ২ (দুই) বৎসরে আয়কর প্রদানের পরিমাণ	ঃ
৬।	কি এসিড ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক তাহার বাণিজ্যিক নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, রেসিপিসহ (ফর্মূলা) বিস্তারিত বিবরণ (প্রয়োজনে স্বাক্ষর ও সীলমোহরযুক্ত পৃথক সীটে সংযোজনকরা যাইবে)	ঃ
৭।	এসিড ব্যবহারের উদ্দেশ্য	ঃ
৮।	প্রতিষ্ঠানের নীল নকশা এবং ভাড়ার চুক্তিপত্র ও রসিদ সংযুক্ত করিতে হইবে (নিজের হইলে জমির দলিলের ছায়ালিপি পেশ করিতে হইবে)	ঃ
৯।	প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের নামের তালিকা (পৃথকভাবে সংযুক্ত করা যাইবে)	ঃ

১০। (ক) ব্যবহৃতব্য এসিড মজুদের স্টোরের ঠিকানা ঃ

(খ) স্টোরের ধারণক্ষমতা ঃ

(গ) কাঁচা/পাকা ঃ

১১। এসিড ব্যবহারের কাজে নিয়োজিত থাকিবেন এইরূপ ব্যক্তিবর্গের নাম, পদবী এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যোগদানে তারিখ ঃ
(উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের জীবনবৃত্তান্ত ও নিয়োগপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি পৃথকভাবে সংযুক্ত করিতে হইবে)

১২। (ক) এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২-এর আওতায় কোন মামলায় শাস্তি ভোগ করিয়াছে কি-না ঃ

(খ) শাস্তি ভোগ করিলে মামলার নম্বর ও ধারা ঃ

(গ) দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ ঃ

(ঘ) দণ্ডভোগ সমাপ্তের তারিখ ঃ

১৩। ইতোপূর্বে এসিড ব্যবহারের লাইসেন্স বাতিল হইয়াছে কি-না ঃ
(বাতিল হইয়া থাকিলে বাতিলের কারণ সম্পর্কে বিবরণ)

১৪। অন্যান্য তথ্য বা আবেদনকারীর আবেদনের যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য সরবরাহ করিতে পারেন ঃ

তারিখ ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর, ও সীলমোহর

(আবেদনপত্রে পরিবেশিত তথ্যাবলীর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে উপযুক্ত কাগজপত্র সরবরাহ করিতে হইবে)

'ঞ' ফরম

[বিধি ২৩(১)(ঙ) দ্রষ্টব্য]

এসিড ব্যবহারের লাইসেন্স

(সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

এতদ্দ্বারা এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১নং আইন) এবং তদধীন প্রণীত এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪-এর বিধানাবলী এবং এই লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে এসিড বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১ জুলাই.....খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১। লাইসেন্স নম্বর ঃ তারিখ ঃ

২। প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

৩। (ক) প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও পদবী ঃ
(খ) ঠিকানা ঃ
(গ) টেলিফোন নং ঃ

৪। যেসকল এসিড ব্যবহার করিতে পারিবেন উহাদের বিস্তারিত বিবরণ—
(ক) এসিডের নাম ঃ
(খ) বার্ষিক কোটার পরিমাণ ঃ

৫। এসিড ব্যবহারের স্থান ঃ

৬। এসিড ব্যবহারের উদ্দেশ্য ঃ

৭। প্রতিষ্ঠানের স্টোরের অবস্থান ঃ

৮। এসিড ব্যবহারের কাজে নিয়োজিত থাকিবেন এইরূপ ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী ঃ

(সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

৯। এসিড ব্যবহারের কাজে নিয়োজিত থাকিবেন এইরূপ ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী (ছাত্র ও গবেষকদের ক্ষেত্রে শ্রেণী এবং রোল নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে)

(সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

শর্তাবলী

(১) এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নয়।

(২) এই লাইসেন্সে বর্ণিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে এসিড মজুত ও ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) লাইসেন্সপ্রাপ্ত উৎপাদক, আমদানীকারক এবং বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে এই লাইসেন্সের অধীন এসিড ক্রয় করা যাইবে না।

(৪) এই লাইসেন্সে বর্ণিত এসিড ব্যতীত অন্য কোন এসিড ব্যবহার করা যাইবে না।

(৫) কেবলমাত্র লাইসেন্সে অনুমোদিত পরিমাণ এসিডই ব্যবহার করা যাইবে।

(৬) লাইসেন্সে উল্লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য কেহ লাইসেন্সের আওতাভুক্ত এসিড ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(৭) লাইসেন্সে উল্লিখিত এসিড ব্যবহারকারীদের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিলে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(৮) এই লাইসেন্সের আওতাভুক্ত যাবতীয় এসিড চুরি যাওয়া, বেহাত হওয়া, কিংবা অপব্যবহার হওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৯) লাইসেন্সে বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই লাইসেন্সের আওতাভুক্ত এসিড ব্যবহার করা যাইবে না।

(১০) জেলা প্রশাসক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে দিনে বা রাত্রে যে-কোন সময় লাইসেন্সে, সংশ্লিষ্ট প্রাঙ্গণ, উহার আওতাভুক্ত স্থাপনা, মজুত এসিড, রেজিষ্ট্রার, কাগজপত্র, হিসাবের খাতাপত্র, ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও যাচাই করিবার সময় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিতে হইবে।

(১১) নির্ধারিত ফরমে নিয়মিতভাবে এই লাইসেন্সের আওতাভুক্ত এসিডের হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১২) লাইসেন্স গ্রহণকালে পরিবেশিত কোন তথ্য পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হইলে, কিংবা এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১নং আইন), এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এবং এই লাইসেন্সের শর্তাবলী অমান্য করা হইলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত লাইসেন্স বাতিল প্রত্যাহার বা সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবেন।

(১৩) শর্ত ১২-এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে উহার বিরুদ্ধে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ এর অধীন, ক্ষেত্রমত, আপীল বা পুনর্বিবেচনার আবেদন ব্যতীত অন্য কোন আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যাইবে না।

কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

এসিড ব্যবহারের লাইসেন্স

(বেসরকারী সংস্থা/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য)

এতদ্দ্বারা এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১নং আইন) এবং তদধীন প্রণীত এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪-এর বিধানাবলী এবং এই লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে এসিড ব্যবহারের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হইল।

এই লাইসেন্স ৩১ জুলাই.....খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

১। লাইসেন্স নম্বর ঃ তারিখ ঃ

২। লাইসেন্স গ্রাহক/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

৩। ঠিকানা

৪। (ক) প্রতিষ্ঠানের মালিক/প্রধানের নাম ও পদবী ঃ

(খ) ঠিকানা ঃ

(গ) টেলিফোন নং ঃ

৫। যেসকল এসিড ব্যবহার করিতে পারিবেন উহাদের বিস্তারিত বিবরণ—

(ক) এসিডের নাম ঃ

(খ) বার্ষিক কোটার পরিমাণ ঃ

৬। এসিড ব্যবহারের স্থান ঃ

৭। এসিড ব্যবহারের উদ্দেশ্য ঃ

৮। স্টোর—

(ক) ঠিকানা ঃ

(খ) বর্ণনা ঃ

(গ) ধারণক্ষমতা ঃ

৯। এসিড ব্যবহারের কাজে নিয়োজিত থাকিবেন এইরূপ ব্যক্তিবর্গের নাম এবং পদবী

শর্তাবলী

(১) এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য নয়।

(২) এই লাইসেন্সে বর্ণিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে এসিড মজুত ও ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) একমাত্র লাইসেন্সপ্রাপ্ত উৎপাদক, আমদানীকারক এবং বিক্রেতা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট হইতে এই লাইসেন্সের অধীন এসিড ক্রয় করা যাইবে না।

(৪) এই লাইসেন্সে বর্ণিত এসিড ব্যতীত অন্য কোন এসিড ব্যবহার করা যাইবে না।

(৫) এই লাইসেন্সে উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্ত এসিডই ব্যবহার করা যাইবে না।

(৬) এসিড ব্যবহারকারী হিসাবে এই লাইসেন্সে নাম অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য কেহ এসিড ব্যবহারের কাজে নিয়োজিত থাকিতে ও এসিড ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(৭) এই লাইসেন্সে উল্লিখিত এসিড ব্যবহারকারীগণের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিলে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে।

(৮) এই লাইসেন্সের আওতাভুক্ত যাবতীয় এসিড চুরি যাওয়া, বেহাত হওয়া, কিংবা অপব্যবহার হওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৯) এই লাইসেন্সে বর্ণিত উদ্দেশ্য ব্যতীত ভিন্ন উদ্দেশ্যে এসিড ব্যবহার করা যাইবে না।

(১০) জেলা প্রশাসক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে দিনে বা রাত্রে যে-কোন সময় লাইসেন্স, সংশ্লিষ্ট প্রাঙ্গণ, উহার আওতাভুক্ত স্থাপনা, মজুত এসিড, রেজিষ্ট্রার, কাগজপত্র, হিসাবের খাতাপত্র, ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিদর্শন ও যাচাই করিবার সময় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিতে হইবে।

(১১) নির্ধারিত ফরমে নিয়মিতভাবে এই লাইসেন্সের আওতাভুক্ত এসিডের হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১২) লাইসেন্স গ্রহণকালে পরিবেশিত কোন তথ্য পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হইলে, কিংবা এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১নং আইন), এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহন, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এবং এই লাইসেন্সের শর্তাবলী অমান্য করা হইলে লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত লাইসেন্স বাতিল প্রত্যাহার বা সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবেন।

(১৩) শর্ত ১২-এর অধীন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে উহার বিরুদ্ধে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২-এর অধীন, ক্ষেত্রমত, আপীল বা পুনর্বিবেচনার আবেদন ব্যতীত অন্য কোন আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যাইবে না।

কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

'ট' ফরম

[বিধি ৭(২) দ্রষ্টব্য]

এসিড আমদানির ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র ঃ

১। (ক) আবেদনকারীর নাম ঃ
(খ) পিতা/স্বামীর নাম ঃ
(গ) মাতার নাম ঃ
(ঘ) স্থায়ী ঠিকানা ঃ
(ঙ) বর্তমান ঠিকানা ঃ
(চ) টেলিফোন (যদি থাকে) ঃ

২। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর ঃ

৩। জাতীয়তা ঃ

৪। পাসপোর্ট নম্বর (যদি থাকে) ঃ

৫। (ক) ড্রাগ লাইসেন্স নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ
(খ) ড্রাগ লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ঃ
(গ) ড্রাগ লাইসেন্স প্রদানের তারিখ ঃ
(ঘ) ড্রাগ লাইসেন্সের মেয়াদকাল ঃ

৬। (ক) ট্রেড লাইসেন্স নম্বর ও প্রকার ঃ
(খ) ট্রেড লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ঃ
(গ) ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের স্থান ঃ
(ঘ) ট্রেড লাইসেন্সের মেয়াদকাল ঃ

৭। (ক) আয়কর পরিচিতি নম্বর (টি আই এন) ঃ
(খ) সার্কেল ঃ
(গ) জোন ঃ
(ঘ) বিগত ২ (দুই) বৎসরে আয়কর প্রদানের পরিমাণ (আয়কর সনদের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করিতে হইবে) ঃ

৮। (ক) গুদাম ঘরের ঠিকানা ঃ
(খ) গুদাম ঘরের বর্ণনা (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, কাঁচা/পাকা ইত্যাদি) ঃ
(গ) গুদাম ঘরের ধারণক্ষমতা ঃ

৯। চাহিদার যৌক্তিকতাসহ কি কি এসিড আমদানি করিতে চান, উহাদের বৈজ্ঞানিক নাম, বাণিজ্যিক নাম, রেসিপি (ফর্মূলা) ও পরিমাণসহ বিস্তারিত বিবরণ (প্রয়োজনে স্বাক্ষর ও সীলসম্বলিত পৃথক সীট সংযোজন করা যাইবে) ঃ

১০। এসিড আমদানির উদ্দেশ্য ঃ

১১। কত টাকা মূল্যের এসিড আমদানি করিতে চান (প্রত্যেক এসিডের জন্য পৃথক পৃথকভাবে দেখাইতে হইবে) ঃ

১২। আমদানির ক্ষেত্রে এলসি, ব্যাংক লোন ইত্যাদির বিবরণ ঃ

১৩। (ক) বর্তমান আমদানির উদ্দেশ্য ঃ

(খ) আমদানির রুট ঃ

(গ) প্রবেশ সমুদ্র/বিমান/স্থল বন্দর ঃ

(ঘ) আমদানির সম্ভাব্য সময়কাল ঃ

১৪। ইতোপূর্বে আমদানিকৃত এসিডের পরিমাণ, বিক্রয়/ব্যবহার/বরাদ্দ সম্পর্কে তথ্য (বিক্রয়সংক্রান্ত রেজিস্টার-এর ছায়ালিপি সংযুক্ত করিতে হইবে, প্রত্যেক এসিডের জন্য পৃথকভাবে) ঃ

১৫। ইতোপূর্বে কোন এসিড আমদানির লাইসেন্স পাইয়া থাকিলে তাহার নম্বর ও তারিখ ঃ

১৬। (ক) ইতোপূর্বে প্রাপ্ত লাইসেন্স বাতিল হইয়াছে কি-না ঃ

(খ) লাইসেন্স বাতিলের কারণ ঃ

১৭। আমদানি কাজে সহায়তাকারী ইনডেন্টর/এজেন্টের নাম ও ঠিকানা ঃ

১৮। (ক) এসিড নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় কোন মামলায় শাস্তি ভোগ করিয়াছেন কি-না ঃ

(খ) শাস্তি ভোগ করিলে মামলার নম্বর ও ধারা ঃ

(গ) দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ ঃ

(ঘ) দণ্ডভোগ সমাপ্তির তারিখ ঃ

১৯। আবেদনের সপক্ষে অন্যান্য তথ্যাদি (যদি থাকে) ঃ

তারিখ ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সীলমোহর

(আবেদনপত্রে পরিবেশিত তথ্যাবলির সত্যতার প্রমাণ হিসেবে উপযুক্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে)

'ঠ' ফরম

[বিধি ৭(৪) দ্রষ্টব্য]

এসিড আমদানীর ছাড়পত্র ঃ

ইস্যু নম্বর ঃ তারিখ ঃ

এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহণ, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ৪(৬) এর বিধানাবলী এবং এই ছাড়পত্রে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে তাঁর..... তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে এসিড আমদানির জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হইল ঃ—

১। ছাড়পত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

২। প্রতিষ্ঠানের মালিক/প্রধানের নাম ঃ

৩। ঠিকানা ঃ

৪। (ক) ড্রাগ লাইসেন্স নং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ঃ

(খ) ড্রাগ লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ঃ

(গ) ড্রাগ লাইসেন্স প্রদানের তারিখ ঃ

(ঘ) ড্রাগ লাইসেন্সের মেয়াদকাল ঃ

৫। আমদানীর জন্য নির্বাচিত এসিড এর বিস্তারিত বিবরণ ও পরিমাণ ঃ

৬। এসিড আমদানির উদ্দেশ্য ঃ

৭। আমদানীতব্য এসিডের মোট মূল্য ঃ

৮। সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা ঃ

৯। প্রবেশ বন্দর ঃ

১০। ছাড়পত্রের মেয়াদ ঃ

শর্তাবলী

(১) এই ছাড়পত্র হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

(২) এই ছাড়পত্র একবারের বেশী ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) এই ছাড়পত্রের মাধ্যমে আমদানীকৃত এসিড বা উহার উপাদান বা উপকরণ এই ছাড়পত্রে উল্লিখিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৪) এই ছাড়পত্রের মাধ্যমে আমদানীর ক্ষেত্রে যাবতীয় আর্থিক ও আইনগত দায়-দায়িত্ব আমদানীকারকের থাকিবে।

(৫) এই ছাড়পত্রের বর্ণিত রুট এবং প্রবেশ বন্দর ব্যতীত অন্য কোন রুট বা বন্দর ব্যবহার করা যাইবে না।

(৬) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই ছাড়পত্র ব্যবহার করা না হইলে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। উপযুক্ত কারণ দর্শাইলে প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উহা নবায়ন করিতে পারিবে। তবে একবারের বেশী কোন ছাড়পত্র নবায়ন করা যাইবে না।

(৭) এই ছাড়পত্রের মাধ্যমে কোন এসিড আমদানী করিতে হইলে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১নং আইন) এবং এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহণ, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ ছাড়াও সরকারের বৈদেশিক মুদ্রাসংক্রান্ত নীতিমালা, আমদানী নীতিমালা এবং শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাটসংক্রান্ত নীতি ও বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

(৮) যে-কোন যুক্তিসংগত কারণে এই ছাড়পত্র কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উহার প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বাতিল, প্রত্যাহার বা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারিবে।

কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও সীলমোহর

তফসিল-২

[বিধি ১৬(১) দ্রষ্টব্য]

এসিড আমদানীর হিসাবের ফরম ঃ

এসিডের নাম	সরবরাহকারী/ গ্রহণকারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ইনভয়েস নং ও তারিখ	আমদানীর ছাড়পত্র নং ও তারিখ	প্রাপ্তি/ সরবরাহের তারিখ	প্রারম্ভিক মজুত	আমদানীর পরিমাণ	মোট পরিমাণ	বিক্রয়/ ব্যবহারের পরিমাণ	ক্রেতার নাম ও ঠিকানা	অবশিষ্ট

এসিড উৎপাদনের হিসাবের ফরম ঃ

এসিডের নাম	উৎপাদিত এসিডের ফর্মূলা	ব্যবহৃত কাঁচামালের পরিমাণ	উৎপাদিত এসিডের পরিমাণ	ব্যাচ নং তারিখ	মোট উৎপাদন	অবশিষ্ট

এসিড বিক্রয়ের হিসাবের ফরম ঃ

লাইসেন্স নং ও তারিখ	এসিডের মোট পরিমাণ	এসিড প্রাপ্তির উৎস	বিক্রয়ের পরিমাণ	ক্রেতার নাম ও ঠিকানা	ক্রেতার লাইসেন্স নং ও তারিখ	অবশিষ্ট	মন্তব্য

এসিড ব্যবহারের হিসাবের ফরম ঃ

তারিখ	প্রারম্ভিক মজুত	অদ্যকার প্রাপ্তি	মোট মজুত	প্রাপ্তির উৎস	লাইসেন্স নং ও তারিখ	অদ্যকার মোট ব্যবহার	অবশিষ্ট	মন্তব্য

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এস. বি. আই. এম শফিক-উদ-দৌলা
উপ-সচিব।

মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন, উপ-নিয়ন্ত্রক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।